



200668 - ভাইদরে বয়িরে সময় সবে খরচ দয়িছে এখন তার বাবা পরতিযকত সম্পততরি কছি অংশ তাকে লখিে দয়ো কঠিকি হবো?

প্রশ্ন

আমি জিজ্ঞেসে করতে চাই, জনকৈ ব্যকতি তার চার বোনরে বয়িতে সাহায্য করছে যাতে করে, পতির কোন সম্পত্তি বক্রি করতে না হয়। এখন তার পতি কিতাকে নিজরে সম্পত্তি একটা অংশ লখিে দতিে পারনে? এক্ষত্রে কিতা বোনদরে সম্মতি নতিে হবো? নাকি বোনদরে সম্মতি ছাড়া পতি নিজিই লখিে দতিে পারনে? যদি কোন কোন বোন তাদরে ভাইকে এ সম্পত্তি দতিে সম্মতি না দয়ে তাহলে পতি লখিে দলিে তনিকি গুনাহগার হবনে? পতি যদি এমন কছি লখিে দয়োর আগে মারা যান সক্ষেত্রে পরতিযকত সম্পত্তি কিসবার সম্পত্তি হিসিবে গণ্য হবো? নাকি ছিলে তার বোনদরে জন্য যা খরচ করছে সেটো নয়িে নতিে পারে; এরপর অবশিষ্ট সম্পত্তি বণ্টন হবো?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন সন্দেহে নই যবে, ভাই তার বোনদরেকে বয়িে দয়োর ক্ষত্রে যবে দায়িত্ব পালন করছে সেটো ভাল কাজ, সওয়াবরে কাজ। এ ভাই যবে কাজটি করছে এ কাজরে দুটো সম্ভাবনা রয়ছে:

এক. সে তার বোনদরেকে বয়িে দয়োর জন্য যবে খরচটি দয়িছে সেটো কোন বনিমিয়রে উদ্দেশ্যে ছাড়া সওয়াবরে নয়িতে তার পতিকে সহযোগতি করছে অথবা তার বোনদরে প্রতি অনুগ্রহ ও আত্মীয়তার হক স্বরূপ করছে। এ অবস্থায় সে ছিলে জন্য তার পতির কাছ থেকে কথিবা তার বোনদরে কাছ থেকে সে যা খরচ করছে সেটোর বনিমিয় চাওয়া জায়যে হবো না। এটা সরাসরি পতির কাছ থেকে চাওয়া যমেন জায়যে হবো না; তমেনি পতির মৃত্যুর পর তার পরতিযকত সম্পত্তি থেকেও চাওয়া জায়যে হবো না। কারণ সে এ খরচ অনুগ্রহ ও উপটৌকন স্বরূপ করছে; বনিমিয় স্বরূপ করনে। সহি বুখারি (২৫৮৯) ও সহি মুসলমি (১৬২২) এসছে- ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনিকি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “উপটৌকন দয়িে যবে ব্যকতি ফরেত চায় সে ব্যকতি ঐ কুকুররে মত যবে কুকুর বমি করে আবার সে বমি খায়”।

এবং পতির জন্যও তাকে তার সে অবদানরে কারণে পক্ষপাততিব করে কোন কছি উপটৌকন দয়ো জায়যে হবো না। কারণ সন্তান সে খরচটি অনুগ্রহ ও উপটৌকন হিসিবে করছে। তাই অন্য বোনদরে বাদ দয়িে শুধু তাকে বেশি অংশ দয়োর কোন কারণ নই।



ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: কোনে কিছু প্রদানে সন্তানদরে মধ্যে সমতা রক্ষা করা ব্যক্তির উপর ফরজ। যদি তাদের কারণে সাথে এমন কোন কারণ সংশ্লিষ্ট না হয় যার ফলে কোনে সন্তানকে অতিরিক্ত কিছু দয়াটা বধৈ হয়। তাই কটে যদি তার সন্তানদরে কাউকে বিশেষে কিছু উপঢৌকন দয়ে কিংবা কিছু দয়ার ক্ষেত্রে সন্তানদরে মধ্যে তারতম্য করে এতে করে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির উপর দুইটি অপশনরে কোনে একটি পালন করা ফরজ। য়ে সন্তানকে অতিরিক্ত কিছু দয়া হয়ছে তার থেকে সেটো ফরেত আনা। অথবা অন্যদেরকেও সমপরিমাণ অংশ বাড়িয়ে দয়া। তাউস বলেন: “সন্তানদরে মধ্যে তারতম্য করা নাজায়যে; এমনকি একটি পোড়া বুটরি মাধ্যমে হলওে”। ইবনুল মোবারকও এ অভিমত ব্যক্ত করেন। মুজাহদি ও উরওয়া থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। [আল-মুগনি (৫/৩৮৭) থেকে সমাপ্ত]

22169 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকি (১৬/২০৭) জজ্ঞেসে করা হয় য়ে, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং জানি য়ে, মৃত্যু এমন একটি সত্য যা থেকে কোনে গত্যন্তর নহৈ। আমার মা ছোট্ট একটি বাড়ীর মালিকি। আমি বাড়িটি নতুন করে বানিয়েছি। আমার এক ভাই আছে য়ে আমার সাথে কোনে কিছুতে অংশ গ্রহণ করেনি। সে আমার মা-বাবাকে চরম রাগিয়ে দয়ে এবং আজীবন সে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে আসছে। এখন সে বাড়ীর বাইরে থাকে। তাই আমার মা রাগ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন য়ে, বাড়িটি আমার নামে লখি দবিনে। আমি মাকে অনেকে বুঝাতে চেষ্টা করছি; কিন্তু তিনি বাড়িটি আমাকে লখি দতিে বদধপরকির। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছ- আমার মা আমার ভাইকে বঞ্চিত করে বাড়িটি আমার নামে লখি দলিে কি তিনি গুনাহগার হবনে? আমার কোনে গুনাহ হবে কনি যদি আমি মায়রে কাছ থেকে বাড়িটি গ্রহণ করি।

জবাবে তাঁরা বলেন:

প্রশ্নে য়ে বাস্তবতার কথা উল্লেখ করা হল তাতে আপনার মায়রে এ বাড়িটি আপনার ভাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে দিয়ে দয়া জায়যে হবে না। এর দলি হচ্ছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “আল্লাহকে ভয় করুন, সন্তানদরে মাঝে ন্যায়বচার করুন।” এ অর্থবোধক আরও অনেকে হাদিস বর্ণিত হয়ছে। এরপরও তিনি যদি এ কাজটি করেন -যমেনটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়ছে- তাহলে তিনি গুনাহগার হবনে এবং আপনিও গুনাহগার হবনে সেটি গ্রহণ করে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনরে কাজে অংশগ্রহণ করার কারণে। আল্লাহ তাআলা যা করতে নিষিধে করছেন, তিনি বলেন: “তোমরা নকে ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা কর; পাপ ও সীমালঙ্ঘনরে ক্ষেত্রে কটে কাউকে সহযোগিতা করো না।” আপনার মায়রে উপর ফরজ- এ উপঢৌকনটি ফরিয়ে নয়া কিংবা দ্বিতীয় সন্তানকেও সমমানরে উপঢৌকন দয়া। আর আপনি যদি দেখেন য়ে, আপনার মা দ্বিতীয় সন্তানকে ভাগ দতিে উপর্যুপরি নারাজ সক্ষেত্রে আপনি উপঢৌকনটি গ্রহণ করে আপনার ভাইকে অর্ধকে দিয়ে দতিে পারনে; যদি আপনার মায়রে আর কোনে সন্তান না থাকে; য়াতে করে আপনি নিজিে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে পারনে।



## স্থায়ী কমটি

সদস্য- আব্দুল্লাহ বনি কুয়ুদ, সহ-সভাপতি-আব্দুর রাজ্জাক আফফি, সভাপতি- আব্দুল আযযি বনি বায

দুই.

এ ভাই তাদরে জন্য য়ে খরচটি করছে সে খরচ পরবর্তীতে পাওয়ার নয়তে করছে। এক্ষত্রে পতি তাকে তার সম্পদ থেকে দিতে পারনে কথিবা সে য়ে পরমাণ সম্পদ খরচ করছে সে পরমাণ সম্পদ তার জন্য অসয়িত করে যতে পারনে; যদও অন্য ভাইদেরকে সে পরমাণ সম্পদ না দিয়ে থাকুক এবং অন্য ভাইয়রো এ অর্থ প্রদানে সন্তুষ্ট না হোক। কনেনা এ ক্ষত্রে পতি তাকে যা দচ্ছনে সটো হবো বা উপটোকন নয়; কথিবা অন্যদের চয়ে তাকে বেশেদিয়ে নয়। বরং এটি এক প্রকার ঋণ এবং ঋণ প্রদানকারীকে তার অধিকার অনুযায়ী বনিময় দিয়ে।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকে জিজ্ঞাসে করা হয়ছিলি:

আমার পতির বয়স প্রায় ৭৫ বছর। তিনি এখনো জীবতি আছেন। আমার বাবার একটি পুরাতন মাটির ঘর আছে। ঘরটি সুন্দর জায়গায়। আমি ঘরটি ভেঙে নজিরে খরচে শক্ত কংক্রিট দিয়ে নতুন করে বানিয়েছি। আমি বাড়ীটি ভাড়া দিয়েছি। ভাড়ার টাকা দিয়ে এখনো আমি পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ করি; যারা টাকা পাবে। উল্লেখ্য আমি বাড়ীটি বানানোর জন্য 'হাউজিং ডভেলপমেন্ট ব্যাংক' থেকে ঋণ গ্রহণ করনি। আমার পতি চাচ্ছনে তিনি এ বাড়ীটি আমার কোন এক ছলেকে দিয়ে দবিনে। য়ে ছলেটির বয়স কমপক্ষে সাতবছর। উল্লেখ্য, আমার বাবার সন্তানদের মধ্যে আমি ও পাঁচ বনে আছে। বাবার এক ময়ে আমার চয়ে বড়; বাকীরা আমার চয়ে ছোট। আমি কমপক্ষে ১৫ বছর যাবৎ আমার পতি-মাতার খরচ চালিয়ে যাচ্ছি।

জবাবে তারা বলেন: আপনি যা কিছু উল্লেখ করছেন সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখো যায় য়ে, আপনার পতি য়ে বাড়ীটি আপনার ছলেকে দিতে চাচ্ছে বর্তমানে সে ছলেতে বাড়ীর কোন প্রয়োজন নহে। আরও দেখো যায়, আপনি আপনার পতিকে ওয়াদা দিয়েছেন য়ে, তিনি যদি বাড়ীটি আপনার ছলেকে দনে তাহলে আপনি এর পরবর্তে আপনার নজিরে খরচে আপনার ভাইদেরকে একটি বাড়ী বানিয়ে দবিনে। আপনার ববিহতি পাঁচজন বনে আছে। ইতপূর্বে আপনি আপনার পতির বাড়ীটি নজিরে খরচে নির্মাণ করছেন; য়ে বাড়ীটি তিনি আপনার ছলেকে দিতে চাচ্ছনে। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে য়ে, উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বাড়ীটি আপনাকে দিয়ে; আপনার বনেদেরকে বাদ দিয়ে। কনিতু দেয়র সময় আপনার ছলেতে নামে দেয়া হচ্ছে- কৌশলগত কারণে। এ কারণে আপনার পতির জন্য এ বাড়ীটি আপনার ছলেকে দেয়া জায়যে হবে না। য়েহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে ন্যায়বচির কর”। পক্ষান্তরে, আপনি যা উল্লেখ করছেন য়ে, আপনি আপনার পতির পরবিররে জন্য খরচ করতনে সে খরচের সময় আপনার মনে যদি থাকে ‘দান’ তাহলে আল্লাহ আপনাকে প্রতদিন দবিনে। আপনি আপনার পতির কাছে এ অর্থ আর দাবী করতে পারবনে না।



আর যদি আপনি পরবর্তীতে উসূল করার নয়িতে খরচ করে থাকেন তাহলে আপনি আপনার পাওনা পাবেন। তবে, উত্তম হচ্ছে-  
বাপরে সাথে হিসাব-নকিশ না করা এবং বাপরে জন্য যা খরচ করছেন সেটোকৈ বড় কোন সম্পদ মনে না করা। আপনি  
আল্লাহর কাছে আপনার প্রত্যাশার চয়েওে বেশি প্রতদিন পাবেন; যদি আপনি আল্লাহর সাথে বিশ্বস্ত হয়ে থাকেন।  
আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর  
সাহাবীবর্গেরে প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি নাযলি করুন।

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

সদস্য- আব্দুল্লাহ বনি কুয়ুদ, সহ-সভাপতি- আব্দুর রাজ্জাক আফফি, সভাপতি- আব্দুল আযযি বনি বায।

আল্লাহই ভাল জানেন।